কুষ্টিয়া ভেড়ামারা ইউএনও’র সাঁড়াশি অভিযানে অর্থদন্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দোকান মালিক, মহিলা ক্রেতা সহ বিভিন্ন জনকে ৫৩ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানুষকে নিরাপদ রাখতে গতকাল মঙ্গলবার ভেড়ামারা বাজারে উপজেলার সুযোগ্য নির্বাহী অফিসার সোহেল মারুফ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

দোকানের শাটার তালাবদ্ধ অবস্থায় অনেক ক্রেতাকে দেখা যায় যার বেশিরভাগ মহিলা। এমতাবস্থায় ১৫ জন মহিলাকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ৮ হাজার টাকা, একই আইনে বৃষ্টি সু প্যালেস দোকানকে ৩০ হাজার টাকা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ মোতাবেক ২ টি দোকানকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেন।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক ও ভেড়ামারা থানা পু্লশি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৪৫টি মামলায় ৮০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন।

আলমডাঙ্গায় তারেক রহমানের উপহার পৌঁছে দিলেন বিএনপি নেতা শরীফ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত নেতা-কর্মী- সমর্থকসহ করোনাকালে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল পরিবারের মধ্যে দেশনায়ক তারেক রহমানের উপহার-সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন জেলা

বিএনপির সদস্য ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটায় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফের সহযোগিতায় স্থানীয়দের মধ্যে এ উপহার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি একরামুল হক, আব্দুল মজিদ, খাজা, আমির মেম্বার, বিল্লাল মেম্বার, মোশরফ, যুবদল নেতা মসিউর, ছাত্রনেতা মাহবুব প্রমুখ।

পরে আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির আয়োজনে উপজেলা যুবদলের প্রয়াত নেতা বল্টু, হারদী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত সবুর ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা মৃত শওকতে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পরিবারের খোঁজখবর নেওয়াসহ তাঁদের একটি করে সেলাই মেশিন ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল জব্বার, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান পিণ্টু, আইনাল হক, জিল্লুর রহমান ওল্টু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিম, চমক, গোলাম হোসেন, যুবদলের নেতা খাইরুল, রফিকুল, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব কনক, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, আরিফ আহমেদ শিপলব, ছাত্রনেতা সুমন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মেডিকেল

টেকনোলজিষ্ট করোনায় আক্রান্ত

আলমডাঙ্গায় করোনা কাজে নিয়োজিত মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (স্বেচ্ছা সেবি) এর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ঈড়ারফ-১৯ রিপোর্ট আসে সে পজিটিভ। কিন্ত তার কোনো উপসর্গ এখনো পর্যন্ত নেই। সে ভালো আছে, সুস্থ্য আছে। তিনি গত ৬ মে তারিখ হতে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নমুনা সংগ্রহের কাজে যোগদান করে। পরিবার পরিজনের নিষেধ উপেক্ষা করে দেশ এবং দশের কল্যানে নিজের ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিনা বেতনে ঈঙঠওউ-১৯ এর নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার মানুষের কথা চিন্তা করেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কারন সে জানায় আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে বর্তমান সময়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দুঃখ হচ্ছে এতো তাড়াতাড়ি আমাকে করোনার কাছে মাথা নত করতে হলো। আজ সম্ভবত আমার উপজেলায় নতুন নমুনা সংগ্রহ হয়নি।

এর আগে গত ১২ মে তারিখে তার ১ম রিপোর্ট নেগেটিভ আসে সে পর্যন্ত সে নিজ বাড়িতেই ছিল। ১৩ তারিখ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় তার দেওয়া আবাসন ব্যবস্থা গ্রহন করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে যথারীতি নমুনা সংগ্রহের কাজ করতে থাকে। এবং ১৫ মে তারিখে নতুন করে নমুনা দেয়।

১৭ মে তারিখে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। মঙ্গলবার অফিসিয়ালি রিপোর্ট আসার পর ডা. হাদি জিয়াউদ্দিন আহম্মদের পরামর্শে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলশনে আছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎক প্রতিনিয়ত তার খোঁজ খবর রাখছেন। তার এখনো কোনো প্রকার উপসর্গ দেখা দেইনি।

মঙ্গলবার থেকে অনেক শুভাকাক্সক্ষীরা ফোনে খোঁজখবর নিয়েছে, তার করোনা পজেটিভের কথা চিকিৎসক ব্যাতিত কাউকে জানাতে চাইনি। পরে তার পরিবারকে জানিয়েছে। তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বন্ধু বান্ধব সহ সবাই খুব চিন্তিত, বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ এলাকার লোকজন।

তিনি গত ১৩ মের পর থেকে তার নিজ এলাকায় যায়নি। এবং তখন থেকে সে নিজ বাড়িতে আলাদা একা একটি ঘরে থাকত। এবং আলাদা বাথরুম সহ খাওয়া

দাওয়া সব আলাদা করত। এমনকি ইফতারিও আলাদা করত।

তিনি সুস্থ্য আছে, স্বাভাবিক আছে। সে তার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছে, যেন দ্রুত সুস্থ্য হয়ে আবারও সকলের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে।

গাংনীতে শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের হাতে চেক তুলে দিলেন এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ৩৯ জনের মাঝে চেক প্রদান করেছে শ্রমও কল্যাণ কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে উপস্থিত থেকে ৩৯ জন শ্রম জীবী মানুষের মাঝে এই চেক বিতরণ করেন।

এই উপজেলার শ্রমজীবি অস্বচ্ছল মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে শ্রম ও কর্ম সংস্থান কল্যাণ মন্ত্রনালয় ৩৯ জন মানুষের মাঝে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের শ্রম অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহবায়ক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরের গাংনীতে জেলা ছাত্রদল ও বিএনপি’র উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় পরিবারের মাঝে জেলা ছাত্রদল সাহারবাটি ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি কাথুলী ইউনিয়নে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সার্বিক সহযোগীতায় মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় বাংলাদেশ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনে থাকা ২২০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরে সকাল ৭ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণপুর ধলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ২০০ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য প্রদান করা হয়। উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, যুবদল নেতা আক্তারুজ্জামান, জেলা বিএনপির সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক আক্তাজ্জামান, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী,

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর, হাসানুজ্জামান, সাহেব আলী সেন্টু, সাবেক ছাত্রদল নেতা আক্তারুজ্জামান লাভলু, কামরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাহিদুল ইসলাম, জামাল আহমেদ, সালাউদ্দীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, যুগ্ম আহবায়ক নাসিম খাদ্য বিতরণ কাজে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতার ঈদ উপহার বিতরণ

করোনা মহামারীর কারণে সাধারণ অসহায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ গ্রামে জেলা শাখা ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি তানভিরের নিজ উদ্যোগে ৫০০ টি পরিবারের মধ্যে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে।

তানভির জানান, বিগত ৩০ এ এপ্রিল প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা ৫০০ পরিবারের মধ্যে এই ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আশা করি আগামীতেও সহযোগিতা করবো ইনশাআল্লাহ।

কুষ্টিয়ায় করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে করোনা টানেলটি উদ্বোধন করেন ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান।

৫৫ পদাতিক ডিবিশন যশোর সেনানিবাসের তত্ত্বাবধানে টানেলটি নির্মাণ করা হয়। টানেল উদ্বোধন শেষে ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান বলেন, “যতদিন এই অঞ্চলে করোনাভাইরাসের প্রভাব থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ টানেল

কন্টিনিউ করা হবে।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, পৌর মেয়র আনোয়ার আলী, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুস্তাফিজুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা

অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা। এ নিয়ে সোমবার বিকালে একটি জরুরী বৈঠক করেন জেলার বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি-সম্পাদকরা। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান, “দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১০ তারিখে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয় সরকার। এজন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে মালামাল ক্রয় করেছে। এমন অবস্থায় হটাৎ করে আবার আমাদের সাথে আলোচনা না করে বন্ধ ঘোষণা করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

জেলার প্রায় ১৫ হাজার মালিক কর্মচারি এতে বিপাকে পড়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিয়ে বেশ চিন্তাই পড়েছে দোকান মালিকরা। এসময় হয়তো কেউ কেউ গোপনে ব্যবসা করতে পারে। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান

(অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম

ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।